বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
ঋণ আদায় বিভাগ।

পরিবেশ বান্ধব ব্যাংকিং করুন
ফোন ঃ ০২- ৯৫৬৩১৬৫
Email:dgmrecovery@Krishibank.org.bd

ঋণ আদায় মহাবিভাগ পরিপত্র নং-০১/২০১৯

তারিখ ঃ ২৫-০৭-২০১৯ খ্রিঃ

বিষয় ঃ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক ঋণ আদায়, পুনঃতফসিলিকৃত ঋণ আদায়, অবলোপনকৃত ঋণ আদায় এবং ৫২-স্থগিত সুদ আয় খাতে স্থানান্তরের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ প্রসংগে।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের শ্রেণীকৃত ঋণ (Non Performing Loan–NPL) সর্বোচ্চ পরিমাণে আদায় ও অশ্রেণীকৃত আদায়যোগ্য ঋণ (WCL) শ্রেণীকৃত হওয়ার পূর্বেই আদায় নিশ্চিত করে নগদ তহবিল প্রবাহ বৃদ্ধিকরণ, শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ হ্রাস করণ এবং মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে ঋণ আদায়ে বাস্তবভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই। গুণগত মানসম্পন্ন ঋণ বিতরণসহ অন্যান্য আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের অন্যতম উৎস হলো ঋণ আদায়। ঋণ আদায়ের জন্য প্রযোজ্য সব ধরণের কলাকৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে ঋণ আদায়ে গতিশীলতা আনতে না পারলে অনাদায়ী ঋণ নন-পারফরমিং ঋণে (NPL) পরিণত হবে এবং ব্যাংকের আয় হ্রাস পাবে ও সার্বিক কর্মকান্ডের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। তাই, ব্যাংকের শ্রেণীকৃত/খেলাপী ঋণ/পুনঃতফসিলিকৃত ঋণ আদায় কার্যক্রমকে অবশ্যই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।

০২। উপর্যুক্ত অবস্থায়, অত্র ব্যাংকের আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ়করণ, শ্রেণীকৃত ঋণ শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা ও আয় বৃদ্ধির স্বার্থে ১৫-০৭-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ৭৩৮ তম সভায় ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক ঋণ আদায়, পুনঃতফসিলিকৃত ঋণ আদায়, অবলোপনকৃত ঋণ আদায় ও ৫২-স্থগিত সুদ আয় খাতে স্থানান্তরের লক্ষ্যমাত্রা নিম্নবর্ণিতভাবে নির্ধারণ করা হয়েছেঃ

(কোটি টাকায়)

ঋণ আদায়			পুনঃতফসিলিকৃত ঋণ আদায় (WCL ব্যতীত)	অবলোপনকৃত ঋণ	৫২-স্থগিত সুদ আয় খাতে স্থানান্তর
শ্রেণীকৃত ঋণ (CL)	শ্রেণীযোগ্য ঋণ(WCL)	সর্বমোট			
০১	০২	০৩(০১+০২)	০৪	০৫	০৬
৩৫৬৬.০৯	৫৭০৯.২১	৯২৭৫.৩০	২০০০.০০	৫০.০০	৪৬১.৭৬

পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের জন্য নির্ধারিত উপরোক্ত লক্ষ্যমাত্রা সমূহ ব্যাংকের সকল বিভাগীয় কার্যালয়ে এতদ্সংগে সংযুক্ত "পরিশিষ্ট-১" অনুযায়ী বন্টন করে দেয়া হলো। বিভাগীয় কার্যালয় প্রধানগণ 'পরিশিষ্ট-১' এ উল্লিখিত বার্ষিক ঋণ আদায়, অবলোপনকৃত ঋণ আদায়, ৫২-স্থগিত সুদ আয় খাতে স্থানান্তর এবং পুনঃতফসিলিকৃত ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বিভাগাধীন অঞ্চলসমূহের ৩০-০৬-২০১৯ তারিখের ঋণ স্থিতির উপর ভিত্তি করে আগামী ২৯-০৭-২০১৯ তারিখের মধ্যে অঞ্চলওয়ারী বন্টন করে উক্ত পত্রের অনুলিপি ঋণ আদায় বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন। অনুরূপভাবে আঞ্চলিক/মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ অঞ্চলাধীন শাখাসমূহের মধ্যে বিভাগীয় কার্যালয় হতে প্রাপ্ত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ৩০-০৭-২০১৯ তারিখের মধ্যে পুন:বন্টন করবেন।

০৩। লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ঃ

(ক) বার্ষিক ঋণ আদায়ঃ

(১) শ্রেণীকৃত ঋণ ঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের অনাদায়ী শ্রেণীকৃত ঋণ (নন-পারফরমিং লোন-NPL) ব্যাংকের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রেণীকৃত ঋণ স্থিতির হার সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনতে না পারলে ব্যাংকের ঋণ ঝুঁকি ও প্রভিশনের মাত্রা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে, যা ব্যাংকের আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ়করণ এবং মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে শ্রেণীকৃত ঋণ স্থিতির ১০০% হিসেবে ৩৫৬৬.০৯ কোটি টাকা আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। অঞ্চল প্রধানগণ শাখার শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণকালে মোট বিএল (BL) এবং এসএস ও ডিএফ (SS & DF) স্থিতির ১০০% হারে আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবেন। শাখা ব্যবস্থাপকগণ অনুরূপ ভাবে প্রত্যেক মাঠকর্মীকে শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে মাসিক ভিত্তিতে অর্জনের বিষয়টি নিবিড়ভাবে তদারকি করবেন এবং মাঠকর্মীগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন। শাখা, আঞ্চলিক/মুখ্য আঞ্চলিক ও বিভাগীয় কার্যালয় পর্যায়ে শ্রেণীকৃত ঋণ আদায় কার্যক্রম অধিকতর জোরদারকরণের মাধ্যমে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে মন্দ/ক্ষতি (BL) ও এসএস এবং ডিএফ (SS & DF) হিসেবে চিহ্নিত ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(২) শ্রেণীযোগ্য ঋণ (WCL-1 ও WCL- 2) আদায়ঃ চলতি অর্থ বছরে ব্যাংকের ৩০-০৬-২০১৯ সূত্র তারিখ ভিত্তিক ঋণ শ্রেণীবিন্যাস কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। যে সকল অশ্রেণীকৃত ঋণ আগামী ৩১-১২-২০১৯ ও ৩০-০৬-২০২০ তারিখের মধ্যে আদায় না হলে উক্ত তারিখের পর শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হবে, সে সকল আদায়যোগ্য/ শ্রেণীযোগ্য ঋণ (WCL) অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সনাক্ত করে তার পূর্ণাংগ তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে নতুনভাবে শ্রেণীকৃত হওয়া রোধকল্পে শ্রেণীযোগ্য ঋণ হিসাবে চিহ্নিত সকল স্বল্প মেয়াদী ঋণ এবং যে সকল মেয়াদী ঋণের কিস্তি আদায় না হলে সম্পূর্ণ ঋণটি শ্রেণীকৃত হবে, সে সব ক্ষেত্রে ঋণের আদায়যোগ্য কিস্তির ১০০% নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবশ্যই আদায় নিশ্চিত করতে হবে। শ্রেণীযোগ্য ঋণ-১ (WCL-1) এবং শ্রেণীযোগ্য ঋণ-২ (WCL-2) যথাক্রমে ৩১-১২-২০১৯ ও ৩০-০৬-২০২০ তারিখে যাতে কোনক্রমেই নতুনভাবে শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হতে না পারে তা নিশ্চিত করে সকল শাখাকে NCL Free হিসাবে ঘোষণা করতে হবে।

চলমান পাতা-০২

(খ) অবলোপনকৃত ঋণ আদায় ঃ ব্যাংকের প্রচলিত নীতিমালা অনুযায়ী অবলোপনকৃত ঋণ আদায় হলে তা সরাসরি আয় খাতে অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং, অবলোপনকৃত ঋণ অধিক পরিমাণে আদায় করে ব্যাংকের আয় বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে ৩০-০৬-২০১৯ তারিখ ভিত্তিক অনাদায়ী অবলোপনকৃত ঋণ স্থিতির ২৩.৬৩% হিসেবে ৫০.০০ কোটি টাকা ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। অঞ্চল প্রধানগণ শাখাসমূহের অবলোপনকৃত ঋণ স্থিতির উপর ভিত্তি করে আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবেন এবং তা অর্জনের লক্ষ্যে অঞ্চল পর্যায়ে **Debt Collection Unit** এর নিয়মিত মাসিক সভায় পর্যালোচনা করে শাখাসমূহের অর্জিত ফলাফলের আলোকে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন ও শাখা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম নিবিড়ভাবে তদারকি করবেন। অনুরূপভাবে স্থানীয় মুখ্য কার্যালয় ও কর্পোরেট শাখাসমূহ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন নিশ্চিত করবেন।

(গ) ৫২ -স্থগিত সুদ আয় খাতে স্থানান্তর ঃ শ্রেণীকৃত ঋণ ও পুনঃতফসিলিকৃত ঋণের স্থগিত সুদবাহী ঋণ হিসাবসমূহ হতে নগদ আদায় ব্যাংকের আয়ের অন্যতম উৎস। এ লক্ষ্যে পর্ষদ কর্তৃক ৩০-০৬-২০১৯ তারিখ ভিত্তিক অনাদায়ী ৫২-স্থগিত সুদ স্থিতির ৫০% হিসেবে ৪৬১.৭৬ কোটি টাকা ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে আয় খাতে স্থানান্তরের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। স্থগিত সুদবাহী শ্রেণীকৃত ঋণ ও পুনঃতফসিলিকৃত ঋণ আদায়ের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়সমূহ কর্পোরেট ও অন্যান্য শাখাসমূহকে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের আয় খাতে স্থানান্তরের লক্ষ্যমাত্রার ১০০% অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।

(ঘ) পুনঃ তফসিলিকৃত ঋণ আদায় ঃ ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ এবং ঋণ শ্রেণীবিন্যাস নীতিমালা অনুযায়ী পুনঃতফসিলিকৃত ঋণসমূহের অধিকাংশ ঋণ বর্তমানে UC হলেও এই ঋণগুলি দীর্ঘ দিনের পুরাতন বিধায় মূলত শ্রেণীকৃত ঋণের পর্যায়ভূক্ত। একারণে ৩০-০৬-২০১৯ তারিখ ভিত্তিক অনাদায়ী পুনঃতফসিলিকৃত ঋণসমূহের মধ্যে যে সকল ঋণের ডিউ ডেট (Due date) ৩০-০৬-২০২০ তারিখের পর অর্থাৎ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে যে সকল পুনঃতফসিলিকৃত ঋণ WCL-1 ও WCL-2 তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি সে সকল ঋণের স্থিতি হতে ২০০০.০০ কোটি টাকা ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত লক্ষ্যমাত্রার ১০০% অর্জনসহ এরূপ ঋণ হিসাবের অনাদায়ী ৫২-স্থগিত সুদ সম্পূর্ণ আদায় নিশ্চিত করা জন্য সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

০৪। ঋণ আদায় কার্যক্রম ঃ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের জন্য নির্ধারিত বার্ষিক ঋণ আদায়, অবলোপনকৃত ঋণ আদায়, ৫২-স্থগিত সুদ আয় খাতে স্থানান্তর এবং পুনঃতফসিলিকৃত ঋণ আদায় লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়সহ সকল বিভাগীয় কার্যালয়, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়, কর্পোরেট শাখা ও অন্যান্য শাখাসমূহকে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ ও তা সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে হবেঃ

(১) ঋণ গ্রহীতাদের তালিকা প্রস্তুতকরণঃ ৩১ জুলাই তারিখের মধ্যে শাখার অনাদায়ী ঋণের শ্রেণীভিত্তিক ইউনিয়ন/ গ্রামওয়ারী তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। উক্ত তালিকায় ঋণ গ্রহীতাদের জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর, মোবাইল/টেলিফোন নম্বর অবশ্যই লিপিবদ্ধ করতে হবে, যাতে তাদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও ঋণ পরিশোধে তাগিদ প্রদান অধিকতর সহজ হয়;

(২) শাখা ব্যবস্থাপকগণ শাখার সকল ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা শাখায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে বন্টনপূর্বক মাসিক ভিত্তিতে অর্জনের অগ্রগতি নিবিড়ভাবে তদারকিসহ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান নিশ্চিত করবেন;

(৩) নোটিশ জারীকরণঃ ডিউ ডেট রেজিষ্টার হালনাগাদ করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ডিমান্ড ও লিগ্যাল নোটিশ জারী করতে হবে। প্রয়োজনে বিশেষ নোটিশ জারীর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৪) ব্যক্তিগত যোগাযোগঃ ঋণ আদায় কার্যক্রম ফলপ্রসু করার লক্ষ্যে ঋণ গ্রহীতাদের সাথে নিয়মিতভাবে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও ঋণ পরিশোধের তাগিদ প্রদান/উদ্বুদ্ধকরণের কোন বিকল্প নেই। যে সমস্ত এলাকায় অধিক খেলাপী ঋণ গ্রহীতা রয়েছে যে সকল এলাকাকে অগ্রাধিকার দিয়ে মাসিক ভ্রমণসূচি প্রণয়নপূর্বক ব্যাপকভাবে মাঠে ভ্রমণ করে ঋণ গ্রহীতাদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও তাগিদের মাধ্যমে বার্ষিক ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করতে হবে। মাঠকর্মীদের কার্যক্রম শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক নিবিড়ভাবে তদারকিসহ অর্জিত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৫) দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা সভার আয়োজনঃ শীর্ষ খেলাপী ঋণগ্রহীতাদের নিকট হতে বকেয়া পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে শাখা/অঞ্চল ও বিভাগীয় কার্যালয় পর্যায়ে দ্বি পাক্ষিক সভার আয়োজন করতে হবে।

(৬) ঋণ আদায়ের বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ ঃ ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের গতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য ঋণ আদায়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম ছাড়াও বিশেষ ঋণ আদায় কর্মসূচি গ্রহণপূর্বক ঋণ আদায় মহাক্যাম্প/গ্রাহক সমাবেশের আয়োজন করতে হবে।

(৭) শীর্ষ ১০০ খেলাপী ঋণ গ্রহীতাদের নিকট হতে ঋণ আদায় কার্যক্রম ঃ বিভাগ/অঞ্চল/শাখা পর্যায়ে শীর্ষ ১০০ খেলাপী ঋণ গ্রহীতাদের তালিকা পৃথকভাবে প্রস্তুতপূর্বক, তালিকাভুক্ত শীর্ষ ১০০ খেলাপী ঋণ গ্রহীতাদের নিকট হতে খেলাপী ঋণ আদায় কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে এবং শ্রেণীকৃত ঋণ আদায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করতে হবে। মাঠ পর্যায়ের নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয় কর্তৃক কর্পোরেট শাখা/অন্যান্য শাখাসমূহের এতদ্সংক্রান্ত কার্যাবলী নিয়মিতভাবে তদারকি ও পরিধারণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

(৮) অবলোপনকৃত ঋণ আদায় ঃ অবলোপনকৃত ঋণগ্রহীতাদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপনসহ দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সভার আয়োজন করে অবলোপনকৃত আটকে পড়া পাওনা আদায়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আশানুরূপ ফলাফল না পাওয়া গেলে দায়েরকৃত মোকদ্দমাসমূহের পরিচালনা কার্যক্রম জোরদার করে পাওনা আদায় নিশ্চিত করতে হবে;

চলমান পাতা-০৩

(৯) আয় বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ৫২ -স্থগিত সুদ আয় খাতে স্থানান্তর ঃ স্থগিত সুদবাহী ঋণ হিসাব সমূহ শ্রেণীকৃত ঋণেরই একটা অংশ এবং ব্যাংকের আয়ের অন্যতম উৎস। স্থগিত সুদবাহী শ্রেণীকৃত ঋণ হিসাবের বিপরীতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত স্থিতি সম্পন্ন ফলিও এর স্থগিত সুদের ১০০% এবং অন্যান্য ফলিও থেকে ন্যূনতম ৫,০০০/-টাকা আদায় নিশ্চিত করে আয় বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, কর্পোরেট শাখা এবং শাখাসমূহকে ৫২-স্থগিত সুদ আয় খাতে স্থানান্তরের বিষয়টি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে ঋণ আদায় কার্যক্রম পরিচালনা ও বার্ষিক আদায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করতে হবে;

(১০) পুনঃতফসিলিকৃত ঋণ আদায়ঃ আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুনঃতফশিলিকৃত ঋণের অনাদায়ি ৫২-স্থগিত সুদ স্থিতি আদায় নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক। সুতরাং, শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ের মত গুরুত্বারোপ করে পুনঃতফসিলিকৃত ঋণ আদায়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পুনঃতফশিলিকৃত ঋণগুলো যাতে পুনরায় শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত না হয়, সে লক্ষ্যে আদায়সূচি অনুযায়ী সকল আদায়যোগ্য পাওনা/দেয় কিস্তিসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই আদায় নিশ্চিত করতে হবে;

(১১) তামাদি রোধ/তামাদি ঋণ আদায়/নিয়মিতকরণঃ ৩০-০৬-২০১৯ তারিখ ভিত্তিক অনিষ্পন্ন তামাদি ঋণ হিসাবসমূহের জন্য একটি আলাদা রেজিস্টার প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তামাদি ঋণ আদায়/নিয়মিতকরণের বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পরবর্তী ৬(ছয়) মাসের মধ্যে তামাদি হতে পারে এমন ঋণ হিসাবসমূহ চিহ্নিত করে রেজিষ্টার প্রস্তুতপূর্বক তামাদি রোধের কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। খেলাপী ঋণ সম্পূর্ণ আদায়ে ব্যর্থ হলে তামাদি রোধ এবং তামাদি ঋণ নিয়মিতকরণ পরবর্তী অর্থ ঋণ আদালত/সার্টিফিকেট আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করতে হবে;

(১২) ভুয়া ঋণ আদায়ঃ ৩০-০৬-২০১৯ তারিখ ভিত্তিক অনাদায়ী ভুয়া ঋণ হিসাবসমূহ আদায়ের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট ভুয়া ঋণের জামিনদার/ নিশ্চয়তা প্রদানকারী/সনাক্তকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি তাঁদের উপর সামাজিকভাবে চাপ সৃষ্টি করে ভুয়া ঋণ আদায় নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও, ঋণ হিসাব ভুয়া হওয়ার জন্য দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাজনিত বিভাগীয় মোকদ্দমা রুজু করতে হবে;

(১৩) অর্থ ঋণ আদালত এবং সার্টিফিকেট আদালতে মামলা দায়ের এবং নিষ্পত্তিকরণ ঃ স্থানীয় প্রশাসনের সাথে নিবিড় যোগাযোগের মাধ্যমে দায়েরকৃত মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে শাখা কর্তৃক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ঋণ আদায়ের সকল কলাকৌশল অবলম্বন করা সত্ত্বেও ঋণ আদায় সম্ভব না হলে এবং ঋণ তামাদিতে বারিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সেক্ষেত্রে অতি সত্বর অর্থ ঋণ এবং সার্টিফিকেট আদালতে মামলা দায়েরের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে অর্থ ঋণ আদালতে দায়েরকৃত মোকদ্দমা,মানিস্যুট ও সার্টিফিকেট মামলাসমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অনিষ্পন্ন মোকদ্দমাসমূহের বছর ভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত ও রেজিষ্টার সংরক্ষণ করতে হবে। আদালতের বাইরে মামলা সংশ্লিষ্ট খাতকের সাথে নিবিড়ভাবে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করে অনিষ্পন্ন মামলাসমূহ দ্রততম সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়/কর্পোরেট শাখা/ মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয় ও শাখা কর্তৃক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

(১৪) জামানতি সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় কার্যক্রমঃ ইচ্ছাকৃত খেলাপী ঋণগ্রহীতাদের নিকট হতে বকেয়া পাওনা আদায় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আদালতে মামলা দায়েরের পূর্বে ঋণের জামানতি সম্পত্তি ব্যাংকের উদ্যোগে নিলামে বিক্রয়ের কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। এছাড়াও, অর্থ ঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর ৩৩(৫) ধারামূলে ভোগদখল ও বিক্রির অনুমোদন প্রাপ্ত জামানতি সম্পত্তি উন্মুক্ত নিলামে বিক্রয়ের মাধ্যমে ঋণ হিসাবের পাওনা আদায় এবং ৩৩(৭) ধারা মতে ব্যাংকের বরাবরে ঋণের জামানতির সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব হস্তান্তর পরবর্তী ১৩৬ খাতে স্থানান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং

(১৫) তদারকি কার্যক্রম ঃ বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক/মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগণ তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন শাখাসমূহের শ্রেণীকৃত ঋণ, শ্রেণীযোগ্য ঋণ আদায়, অবলোপনকৃত ঋণ আদায়, ৫২-স্থগিত সুদ আয় খাতে স্থানান্তর এবং পুনঃতফসিলিকৃত ঋণ আদায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম নিবিড়ভাবে তদারকি করে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করবেন। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ঋণ অবলোপন, সুদ মওকুফ, ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের মাধ্যমে শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাসের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

০৫। শ্রেণীকৃত ঋণ, শ্রেণীযোগ্য ঋণ, এনসিএল, অবলোপনকৃত ঋণ আদায়, ৫২-স্থগিত সুদ আয় খাতে স্থানান্তর এবং পুনঃতফসিলিকৃত ঋণ আদায় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন সংক্রান্ত তথ্যাদি সাপ্তাহিক প্রতিবেদনে রিপোর্টিং করতে হবেঃ

(১) বার্ষিক ঋণ আদায় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সাপ্তাহিকভিত্তিক উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপনের সুবিধার্থে বর্তমানে প্রচলিত সাপ্তাহিক প্রতিবেদন ছক (এমআইএস/MIS) সংশোধন করা হয়েছে, যা এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করা হলো (পরিশিষ্ট-২)। উক্ত সংশোধিত ছক (পরিশিষ্ট-২ এর ক ও খ) অনুযায়ী ০১-০৭-২০১৯ হতে সাপ্তাহিক প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক উর্ধতন কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে;

(২) শ্রেণীকৃত ঋণ (এসএস, ডিএফ ও বিএল) হতে নগদ আদায়ের পরিমাণ সাপ্তাহিক প্রতিবেদনে অর্জন হিসেবে দেখাতে হবে। এক্ষেত্রে সুদ মওকুফ, অবলোপন বা অন্য কোন কারণে সমন্বয়কৃত অংশ সমন্বয় কলামে দেখাতে হবে;

(৩) কোন মেয়াদী শ্রেণীকৃত ঋণের পাওনা কিস্তির সম্পূর্ণ টাকা আদায় হলে এবং সংশ্লিষ্ট ঋণটি অশ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হলে সেক্ষেত্রে আদায়কৃত টাকা নগদ আদায়ের কলামে এবং অবশিষ্ট সমন্বয়কৃত স্থিতি সমন্বয় হিসাবে দেখাতে হবে। স্পষ্টতঃ উল্লেখ্য যে, মেয়াদী ঋণের কিস্তি আদায়ের মাধ্যমে ঋণ হিসাব সমন্বয় ব্যতীত ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের মাধ্যমে ঋণ হিসাব অশ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হলেও তা আদায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হিসাবে সমন্বয়ের কলামে দেখানো যাবে না;

(৪) শ্রেণীযোগ্য ঋণ-১ ও শ্রেণীযোগ্য ঋণ-২ এর ক্ষেত্রে নগদে আদায়কৃত টাকা সাপ্তাহিক প্রতিবেদনের নগদ অর্জনের কলামে দেখাতে হবে। মেয়াদী ঋণের আদায়যোগ্য কিস্তি নগদে আদায়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাব পরবর্তী ৩১ ডিসেম্বর/৩০ জুন সূত্র তারিখে শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হওয়া রোধ করা হলে অবশিষ্ট অনাদায়ী স্থিতি সমন্বয় হিসেবে সাপ্তাহিক প্রতিবেদনে দেখাতে হবে;

চলমান পাতা-০৪

(৫) ৩১ ডিসেম্বর সূত্র তারিখে নতুনভাবে শ্রেণীকৃত হওয়া ঋণ (NCL) যেহেতু শ্রেণীযোগ্য ঋণ-১ এর অনাদায়ী স্থিতি, সেহেতু উক্ত NCL হতে আদায়কৃত টাকা শ্রেণীযোগ্য ঋণ-১/শ্রেণীযোগ্য ঋণ-২ এর অনুরূপ নগদ আদায় ও সমন্বয় হিসেবে দেখাতে হবে;

(৬) পুনঃতফসিলিকৃত ঋণের ৩০-০৬-২০১৯ তারিখ ভিত্তিক স্থিতির যে অংশ শ্রেণীযোগ্য ঋণ-১ এবং শ্রেণীযোগ্য ঋণ-২ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে উক্ত ঋণের টাকা আদায় হলে তা সাপ্তাহিক প্রতিবেদনের ছক-খ এর যথাক্রমে ২৪, ২৫, ২৬ এবং ৩৪, ৩৫, ৩৬ কলামে দেখাতে হবে। পাশাপাশি একই পরিমাণ অংশ ছক-গ এর ১০৬ নং কলামে ২৬ ও ৩৬ এর যোগফল বসাতে হবে। অনুরূপভাবে পুনঃতফসিলিকৃত WCL-1 ও WCL-2 ব্যতীত অন্যান্য পুনঃতফসিলিকৃত ঋণের বিপরীতে আদায়ের পরিমাণ ছক খ এর ৪৪ ও ৪৫ নং কলামে বসাতে হবে এবং ছক-গ এর ১০৭ কলামে ৪৪ ও ৪৫ নং কলামের যোগফল বসাতে হবে;

(৭) অবলোপনকৃত ঋণ হতে নগদ আদায়কৃত টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন হিসেবে দেখাতে হবে। এক্ষেত্রে সুদ মওকুফ বা অন্য কোন কারণে সমন্বয়কৃত অংশ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন হিসেবে দেখানো যাবে না, তা সমন্বয় হিসাবে দেখাতে হবে;

(৮) স্থগিত সুদবাহী শ্রেণীকৃত ঋণ আদায় পরবর্তী যে পরিমাণ ৫২-স্থগিত সুদ ৪৬/১ আয় খাতে স্থানান্তর করা হবে কেবলমাত্র সে পরিমাণই ৫২-স্থগিত সুদ আয় খাতে স্থানান্তর লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন হিসেবে দেখাতে হবে। এক্ষেত্রে সুদ মওকুফ বা অন্য কোন কারণে সমন্বয়কৃত অংশ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন হিসেবে দেখানো যাবে না, তা সমন্বয় হিসাবে দেখাতে হবে।

০৬। শাখাসমূহ ৩০-০৬-২০১৯ তারিখ ভিত্তিক ঋণ শ্রেণীবিন্যাস বিবরণী প্রস্তুতের পর নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবেঃ

(১) ঋণ শ্রেণীবিন্যাস বিভাগের ২২-০৭-২০১৯ তারিখের পত্র নং ২৩(৭৫) মূলে মাঠ কার্যালয়ে প্রেরিত শ্রেণীযোগ্য ঋণ-১ (WCL-1) এবং শ্রেণীযোগ্য ঋণ-২ (WCL-2) এর তালিকা সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করে শ্রেণীযোগ্য ঋণ-১ (পুনঃতফসিলিকৃত ঋণসহ) ও শ্রেণীযোগ্য ঋণ-২ (পুনঃতফসিলিকৃত ঋণসহ) এর পূর্নাঙ্গ বিবরণী ২৮-০৭-২০১৯ তারিখের মধ্যে প্রস্তুত করে নিজ নিজ শাখায় সংরক্ষণ করতে হবে;

(২) শাখা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত শাখাসমূহের WCL-1(পুনঃতফসিলিকৃত ঋণ সহ) ও WCL-2 (পুনঃতফসিলিকৃত ঋণ সহ) বিবরণীর সঠিকতা আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয় কর্তৃক যাচাই পূর্বক প্রত্যয়নসহ চূড়ান্ত বিবরণী সংশ্লিষ্ট মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক কার্যালয়ে দাখিল করবেন। মুখ্য আঞ্চলিক / আঞ্চলিক কার্যালয় নিরীক্ষা কার্যালয় হতে প্রাপ্ত বিবরণীসমূহ মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক এর প্রত্যয়নসহ আগামী ৩১-০৭-২০১৯ তারিখের মধ্যে ঋণ শ্রেণীবিন্যাস বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে;

(৩) স্থানীয় মুখ্য কার্যালয় ও কর্পোরেট শাখাসমূহ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত শ্রেণীযোগ্য ঋণের বিবরণী যথাক্রমে প্রত্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষা বিভাগ-১ ও বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয় কর্তৃক যাচাইপূর্বক সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের মাধ্যমে প্রত্যয়নসহ ৩১-০৭-২০১৯ তারিখের মধ্যে ঋণ শ্রেণীবিন্যাস বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে;

০৭। উপর্যুক্ত অবস্থায়, ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের শুরু হতেই ঋণ আদায়ের কার্যকর কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও যথাযথভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে বার্ষিক ঋণ আদায়, পুনঃতফসিলিকৃত ঋণ আদায়, অবলোপনকৃত ঋণ আদায় এবং ৫২-স্থগিত সুদ আয় খাতে স্থানান্তরের লক্ষ্যমাত্রার ১০০% অর্জন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

অনুমোদনক্রমে-

(মোঃ শহিদুল ইসলাম)
মহাব্যবস্থাপক
ঋণ আদায় মহাবিভাগ
(অতিরিক্ত দায়িত্বে)

প্রকা/আদায়-৮(৫৪)/২০১৯-২০২০/৮২(১২০০) ই-মেইলযোগে তারিখ ঃ ২৫-০৭-২০১৯ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়গণের সচিবালয়, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়গণের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৪। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৫। সচিব, পর্ষদ সচিবালয়/সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা। অত্র পরিপত্রটি ব্যাংকের ওয়েবসাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপ-মহাব্যবস্থাপক, তথ্য প্রযুক্তি(সিস্টেমস) বিভাগকে অনুরোধ করা হলো।
০৬। উপ-মহাব্যবস্থাপক, সকল কর্পোরেট শাখা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৭। সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৮। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৯। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে)।
১০। নথি/ মহানথি।

(পরেশ চন্দ্র সরকার)
উপ-মহাব্যবস্থাপক

ঋণ আদায় বিভাগ।

বিষয়ঃ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক ঋণ আদায়, পুনঃতফসিলিকৃত, অবলোপনকৃত ঋণ আদায় এবং ৫২-স্থগিত সুদ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ প্রসংগে।

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ঋণ আদায় লক্ষ্যমাত্রা									পুনঃতফসিলিকৃত ঋণ আদায় লক্ষ্যমাত্রা	অবলোপনকৃত ঋণ আদায় লক্ষ্যমাত্রা	৫২-স্থগিত সুদ আয় স্থানান্তর
		শ্রেণীকৃত ঋণ আদায় লক্ষ্যমাত্রা			শ্রেণীযোগ্য ঋণ আদায় লক্ষ্যমাত্রা					সর্বমোট ঋণ আদায় লক্ষ্যমাত্রা			
		এসএস ও ডিএফ	বিএল	মোট	শ্রেণীযোগ্য ঋণ-১		শ্রেণীযোগ্য ঋণ-২		মোট				
					নিয়মিত	পুনঃতফসিলকৃত	নিয়মিত	পুনঃতফসিলকৃত					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১(৫+১০)	১২	১৩	১৪
১	ঢাকা	৯৪.৫১	১০০৩.৪০	১০৯৭.৯১	২৬০.২১	২২.৩০	৪১৫.১৬	৩৫.০৫	৭৩২.৭২	১৮৩০.৬৩	৩৭৬.০০	২১.৪৩	৯৯.২০
২	ময়মনসিংহ	৭২.০০	৪২০.৮৩	৪৯২.৮৩	১৯৯.৯৭	১৪৩.৭২	২৮৯.১৪	৮৮.৮৪	৭২১.৬৭	১২১৪.৫০	৫৭৭.৭৮	২.৬৭	৭০.১৪
৩	চট্টগ্রাম	১৫.৬০	৬৬৪.৩৫	৬৭৯.৯৫	১২৯.১৩	৮৪.৩৭	২৫৮.৪২	১.০৬	৪৭২.৯৮	১১৫২.৯৩	৮৫.০০	৬.৮৫	৪৯.৫৫
৪	কুমিল্লা	৮৫.৭৪	২৮১.৬৩	৩৬৭.৩৭	২৭২.৭৬	৩৩.৩৭	৩০৩.৫৬	২৮.০৩	৬৩৭.৭২	১০০৫.০৯	২১৭.৩৩	৩.২৯	৬০.১৭
৫	সিলেট	১৪.৮৪	১০৭.৯৮	১২২.৮২	৮৫.৬০	১২৩.৫৪	১৬৩.৬৪	৪৪.৪৪	৪১৭.২২	৫৪০.০৪	১১১.৭৫	২.১৩	৩১.০০
৬	খুলনা	১৭.২৬	১৭৮.২৫	১৯৫.৫১	২৬৮.৯১	১৪.৬৮	৩৫২.০৩	১৪.৫৭	৬৫০.১৯	৮৪৫.৭০	৮২.২৫	৭.৯২	২৪.৮৬
৭	কুষ্টিয়া	২৯.৩৫	১৫৩.৯২	১৮৩.২৭	১৮২.৫৫	৩.২৪	২৫০.৮১	৪.৩৪	৪৪০.৯৪	৬২৪.২১	৮০.০০	১.০১	১৭.৮৬
৮	বরিশাল	৪৬.৯৩	১২৪.৫৪	১৭১.৪৭	১৫৫.৯১	৩৬.৯৫	১৮৫.৩৭	৪৯.৫৯	৪২৭.৮২	৫৯৯.২৯	২৭৮.০০	২.৬৩	২৪.৪৮
৯	ফরিদপুর	১১.১২	৭৪.৬৭	৮৫.৭৯	১৪২.০২	১২.১৩	২০৬.৭৪	২১.৩৮	৩৮২.২৭	৪৬৮.০৬	১০৭.৬০	১.০৩	১১.৬৫
১০	এলপিও	৩.৭৭	১৬৫.৪০	১৬৯.১৭	১৯৬.৬২	৩১৯.৭১	৩০৯.৩৫	০.০০	৮২৫.৬৮	৯৯৪.৮৫	৮৪.২৯	১.০৪	৭২.৮৫
	মোটঃ	৩৯১.১২	৩১৭৪.৯৭	৩৫৬৬.০৯	১৮৯৩.৬৮	৭৯৪.০১	২৭৩৪.২২	২৮৭.৩০	৫৭০৯.২১	৯২৭৫.৩০	২০০০.০০	৫০.০০	৪৬১.৭৬

২৫/০৭/১৯
(আলী আজম)
কর্মকর্তা

২৫/০৭/১৯
(মোঃ রায়হান প্রধান)
মুখ্য কর্মকর্তা

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
......................শাখা/কার্যালয়,............শাখা/অঞ্চল।

ফোন ঃ
ই-মেইলঃ...........@krishibank.org.bd

পরিশিষ্ট-২ (ছক-ক)

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের .... -২০১৯ তারিখে সমাপ্ত .... সপ্তাহের MIS প্রতিবেদন।
(০১-০৭-২০১৯ হতে কার্যকর)

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	বিবরণ		মোট অর্জন			চলতি সপ্তাহে অর্জন	গতবছরের এই সময়ে অর্জন
			নগদ	সমন্বয়	মোট		
০১।	ঋণ বিতরণ	ঃ					
০২।	ঋণ আদায় (শ্রেণীভিত্তিক)	ঃ					
	(ক) শ্রেণীকৃত ঋণ হতে আদায়	ঃ					
	(১) এসএস + ডিএফ হতে আদায়	ঃ					
	(২) বিএল হতে আদায়						
	মোট	ঃ					
	(খ) শ্রেণীযোগ্য ঋণ-১ হতে আদায়	ঃ					
	(গ) শ্রেণীযোগ্য ঋণ-২ হতে আদায়	ঃ					
	(ঘ) এনসিএল হতে আদায়	ঃ					
	বার্ষিক ঋণ আদায় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মোট আদায় ঃ ২(ক+খ+গ+ঘ) (এন সি এল বাদে)	ঃ					
০৩।	অশ্রেণীকৃত ঋণ আদায়	ঃ					
	১। অশ্রেণীকৃত ঋণ (ষ্ট্যান্ডার্ড)	ঃ					
	২। অশ্রেণীকৃত ঋণ (এসএমএ)	ঃ					
	মোট অশ্রেণীকৃত ঋণ আদায়	ঃ					
০৪।	পুনঃতফসিলিকৃত ঋণ আদায়	ঃ					
	(ক) শ্রেণীকৃত ঋণ	ঃ					
	(খ) শ্রেণীযোগ্য ঋণ-১	ঃ					
	(গ) শ্রেণীযোগ্য ঋণ-২	ঃ					
	(ঘ) অশ্রেণীকৃত ঋণ	ঃ					
	মোট (ক+খ+গ+ঘ)	ঃ					
০৫।	ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ	ঃ	-				
০৬।	অবলোপনকৃত ঋণ আদায়(৪৬/১ খাতে ভাউচারকৃত)	ঃ	-		-	-	
০৭।	৫২-স্থগিত সুদ আয় খাতে (৪৬/১) স্থানান্তর	ঃ					
০৮।	আমানত সংগ্রহ	ঃ					
(ক)	বার্ষিক লৰ্যমাত্রার বিপরীতে আমানত সংগ্রহ	ঃ					
(খ)	৩০ শে জুন তারিখ ভিত্তিক আমানত স্থিতি	ঃ					
(গ)	বর্তমান সপ্তাহান্তে আমানত স্থিতি	ঃ					
০৯।	অনাদায়ী ঋণ স্থিতি	ঃ					
১০।	শ্রেণীকৃত ঋণ স্থিতি	ঃ					
১১।	পুনঃতফসিলিকৃত ঋণ স্থিতি	ঃ					
	(ক) শ্রেণীকৃত ঋণ	ঃ					
	(খ) শ্রেণীযোগ্য ঋণ-১	ঃ					
	(গ) শ্রেণীযোগ্য ঋণ-২	ঃ					
	(ঘ) অশ্রেণীকৃত ঋণ	ঃ					
	মোট (ক+খ+গ+ঘ)	ঃ					
১২।	অবলোপনকৃত ঋণের স্থিতি	ঃ					
১৩।	৫২-স্থগিত সুদ স্থিতি	ঃ					

১৪	সুদ মওকুফ সংক্রান্ত তথ্যাবলি		সংখ্যা	পরিমাণ
(ক)	শাখা ব্যবস্থপক কতৃক মওকুফকৃত সুদের			
(খ)	মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক কার্যালয় কতৃক মওকুফকৃত সুদের			
(গ)	বিভাগীয় কার্যালয় কতৃক মওকুফকৃত সুদের			
(ঘ)	বিভাগীয় কার্যালয় কতৃক প্রধান কার্যালয়ে সুদ মওকুফ প্রস্তাব প্রেরণ			
	মোট(ক+ খ+গ+ঘ)			

সূত্রঃ

তারিখ ঃ২৮-০৭-২০১৯

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

.... শাখা/ কার্যালয়,....................অঞ্চল ।

পরিশিষ্ট-২(ছক-খ)

২০১৯ - ২০২০ অর্থ বছরে ....-০৭-২০১৯তারিখে সমাপ্ত .... সপ্তাহের সাপ্তাহিক (MIS) প্রতিবেদন। (০১-০৭-২০১৯ হতে কার্যকর)

ছক- খ ঃ বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ঋণ আদায় ঃ

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	শাখা/কার্যালয়ের নাম	নিম্নমান (SS) ও সন্দেহজনক (DF) ঋণ আদায় – লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন – নগদ	সমন্বয়	মোট	হার	মন্দ/ক্ষতি (BL) ঋণ আদায় – লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন – নগদ	সমন্বয়	মোট	হার	সর্বমোট শ্রেণীকৃত ঋণ আদায় – লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন – নগদ	সমন্বয়	মোট	হার	শ্রেণীযোগ্য ঋণ-১ আদায় – লক্ষ্যমাত্রা	নিয়মিত অর্জন – নগদ	সমন্বয়	মোট	হার	লক্ষ্যমাত্রা	পুণঃতফসিলকৃত ঋণ হতে অর্জন – নগদ	সমন্বয়	মোট	হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭

ক্রঃ নং	শাখা/ কার্যালয়ের নাম	শ্রেণীযোগ্য ঋণ-২ আদায় – লক্ষ্যমাত্রা	নিয়মিত অর্জন – নগদ	সমন্বয়	মোট	হার	লক্ষ্যমাত্রা	পূণঃতফসিলকৃত ঋণ হতে অর্জন – নগদ	সমন্বয়	মোট	হার	নতুন শ্রেণীকৃত ঋণ আদায় – ১ জানুয়ারী তারিখের স্থিতি	অর্জন – নগদ	সমন্বয়	মোট	হার	পুণঃতফসিলকৃত ঋণ হতে অর্জন (শ্রেণীযোগ-১ ও ২ হতে আদায় ব্যতীত অন্যান্য) – লক্ষ্য মাত্রা	অর্জন – নগদ	সমন্বয়	মোট	হার	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সর্বমোট আদায় (Status Based) – লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন – নগদ	সমন্বয়	মোট	হার	বিগত বছরের একই সময়ের অর্জন	বিগত বছরের তুলনায় অর্জন কম/বেশী	অশ্রেণীকৃত ঋণ আদায়	সর্বমোট ঋণ আদায় (খাত ভিত্তিক ও অশ্রেণীকৃতসহ) – নগদ	সমন্বয়	মোট
		২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮
১.	এলপিও																															

ক্রঃ নং	শাখা/ কার্যালয়ের নাম	খাত ভিত্তিক ঋণ আদায় – বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে – শস্য	মৎস্য	পশুপালন	কৃঃযঃপাঃ	সেঃযঃপাঃ	শস্য গুদাম	দাঃবিমোঃ	অন্যান্য	মোট কৃষি ঋণ	এসএমই	শিল্প/প্রকল্প	বৈদেশিক বানিজ্য	সর্বমোট	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা বহির্ভূত অশ্রেণীকৃত ঋণ আদায় – শস্য	মৎস্য	পশুপালন	কৃঃযঃপাঃ	সেঃযঃপাঃ	শস্য গুদাম	দাঃ বিমোঃ	অন্যান্য	মোট কৃষি ঋণ	এস এমই	শিল্প/ প্রকল্প	বৈদেশিক বানিজ্য	সর্বমোট
		৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪

ক্রঃ নং	শাখা/ কার্যালয়ের নাম	মোট ঋণ আদায় (খাত ভিত্তিক) – শস্য	মৎস্য	পশুপালন	কৃঃযঃপাঃ	সেঃযঃপাঃ	শস্য গুদাম	দাঃবিমোঃ	অন্যান্য	মোট কৃষি ঋণ	এসএমই	শিল্প/প্রকল্প	বৈদেশিক বানিজ্য	সর্বমোট	ছক- গঃ পুনঃতফসিলিকৃত ঋণ আদায় ও অনাদায়ি স্থিতি – ১ জুলাই তারিখের অনাদায়ী স্থিতি – শ্রেণীকৃত	শ্রেণীযোগ্য	ইউসি	মোট	ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ	সুদ ধার্য	মোট	চলতি অর্থবছরে আদায় – সিএল	শ্রেণীযোগ্য	ইউসি	মোট
		৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০	১০১	১০২	১০৩	১০৪	১০৫	১০৬	১০৭	১০৮

ক্রঃ নং	শাখা/কার্যালয়ের নাম	ছক- গঃ প্রতিবেদনাধীন তারিখে অনাদায়ি পুনঃতফসিলিকৃত ঋণ – শ্রেণীকৃত	শ্রেণীযোগ্য	ইউসি	মোট	ছক- ঘ ঃ ঋণ অবলোপন এবং অবলোপনকৃত ঋণ আদায় /সমন্বয় – ১ জুলাই তারিখে অবলোপনকৃত ঋণ স্থিতি	চলতি অর্থবছরে ঋণ অবলোপন	মোট	চলতি অর্থবছরে অবলোপনকৃত ঋণ আদায় /সমন্বয় – লব্যমাত্রা	নগদ আদায়	আদায়ের হার	সমন্বয়	মোট	প্রতিবেদনাধীন তারিখে অনাদায়ী স্থিতি	ছক- ঙ ঃ ৫২-স্থগিত সুদ আদায়/সমন্বয় – ১ জুলাই তারিখের অনাদায়ী স্থিতি	চলতি অর্থবছরে ৫২- খাতে স্থানান্তর	মোট	চলতি অর্থবছরে ৫২-স্থগিত সুদ আয় খাতে স্থানান্তর/সমন্বয় – লব্যমাত্রা	আয় খাতে স্থানান্তর	হার	সমন্বয়	মোট	প্রতিবেদনাধীন তারিখে অনাদায়ী স্থিতি
		১০৯	১১০	১১১	১১২	১১৩	১১৪	১১৫	১১৬	১১৭	১১৮	১১৯	১২০	১২১	১২২	১২৩	১২৪	১২৫	১২৬	১২৭	১২৮	১২৯	১৩০

ছক- চ ঃ শ্রেণীকৃত ঋণ স্থিতি হ্রাস

ক্রঃ	শাখা/কার্যালয়ের নাম	১ জুলাই	জুলাই-ডিসেম্বর সময়কালে হিসাবভুক্ত				সর্ব	চলতি অর্থ বছরে জুলাই হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাস						প্রতিবেদনাধীন	জানুয়ারী-জুন সময়কালে হিসাবভুক্ত				সর্বমোট	চলতি অর্থ বছরের জানুয়ারী হতে জুন পর্যন্ত শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাস						প্রতিবেদনাধীন
নং		তারিখের অনাদায়ী স্থিতি	মামলা ও অন্যান্য	সুদ আরোপ	এনসিএল	মোট	মোট	শ্রেণীকৃত ঋণ নগদ আদায়	অব লোপন	সুদ মওকুফ	কিস্তি আদায়ের মাধ্যমে সমন্বয়	পুনঃতফসিলিকরণ	মোট	তারিখে শ্রেণীকৃত ঋণ স্থিতি	মামলা ও অন্যান্য খরচ	সুদ আরোপ	এনসিএল	মোট		শ্রেণীকৃত ঋণ নগদ আদায়	অব লোপন	সুদ মওকুফ	কিস্তি আদায়ের মাধ্যমে সমন্বয়	ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ	মোট	তারিখে শ্রেণীকৃত ঋণ স্থিতি
		১৩১	১৩২	১৩৩	১৩৪	১৩৫	১৩৬	১৩৭	১৩৮	১৩৯	১৪০	১৪১	১৪২	১৪৩	১৪৪	১৪৫	১৪৬	১৪৭	১৪৮	১৪৯	১৫০	১৫১	১৫২	১৫৩	১৫৪	১৫৫

ছক- ছ ঃ সর্বমোট অনাদায়ী ঋণ স্থিতি (ক) শ্রেণীভিত্তিক (Status Based) অনাদায়ী ঋণ স্থিতি

ক্রঃ	শাখা/	১ জুলাই	চলতি বছরে ঋণ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত				সর্বমোট	চলতি বছরে ঋণ হিসাবে বিয়োজন				সর্বশেষ	অশ্রেণীকৃত ঋণ				শ্রেণীকৃত ঋণ স্থিতি				
নং	কার্যালয়ের নাম	তারিখের অনাদায়ি স্থিতি	ঋণ বিতরণ	মামলা ও অন্যান্য	সুদ ধার্য	মোট		নগদ আদায়	অব লোপন	মওকুফ	মোট	অনাদায়ি ঋণ স্থিতি	শ্রেণীযোগ্য ঋণ-১	শ্রেণীযোগ্য ঋণ-২	অবশিষ্ট ইউসি	মোট	এসএস	ডিএফ	বিএল	মোট	হার
		১৫৬	১৫৭	১৫৮	১৫৯	১৬০	১৬১	১৬২	১৬৩	১৬৪	১৬৫	১৬৬	১৬৭	১৬৮	১৬৯	১৭০	১৭১	১৭২	১৭৩	১৭৪	১৭৫

ছক- ছ ঃ (খ)ঋণের খাত ভিত্তিক অনাদায়ী ঋণ স্থিতি

ক্রঃ	শাখা/	কৃষি ঋণ									এস এম ই	কৃষিভিত্তিক	বৈদেশিক	সর্বমোট
নং	কার্যালয়ের নাম	শস্য	মৎস্য	পশু পালন	কৃষি যন্ত্রপাতি	সেচ যন্ত্রপাতি	শস্য গুদাম	দারিদ্র বিমোচন	অন্যান্য	মোট		শিল্প/প্রকল্প	বানিজ্য	
		১৭৬	১৭৭	১৭৮	১৭৯	১৮০	১৮১	১৮২	১৮৩	১৮৪	১৮৫	১৮৬	১৮৭	১৮৮